সংবাদ

তারিখ ... 30 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সেমিনারে বক্তারা

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে দরকার বই পাঠের অভ্যাস

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করতে নতুন প্রজন্মকে বেশি করে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পাঠকের কাছে নতুন নতুন বইয়ের পরিচয় ঘটাতে বইমেলার গুরুত্ব অপরিসীম।

গতকাল জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত 'গ্রন্থের প্রসারে গ্রন্থমেলার ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বই ও বইমেলা বিষয়ে আলোচনা করেন সাহিত্য প্রকাশের পরিচালক মফিদুল হক, জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক সমর চন্দ্র পাল, মানব জমিন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক কবি সাযযাদ কাদির, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক নিখিল রঞ্জন মন্ডল, যুগান্তরের সহযোগী সম্পাদক কবি সোহরাব হাসান। অনুষ্ঠানে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান।

মফিদুল হক বলেন, বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াতে গ্রন্থ দিবসকে পাঠকের সামনে নিয়ে আসতে হবে। এই দিবসটিকে লক্ষ্য করে স্কুল-কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে জোরালোভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। আমাদের দেশে অনেক বই প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু ছোট দোকানগুলো পাঠকের হাতে বই পৌঁছতে পারছে না।

সোহরাব হোসেন বলেন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রসারে বই পড়ার অনুকূল পরিবেশ

বই : পৃঃ ১১ কঃ ৮

বই : পাঠের

সৃষ্টি করতে হলে আমাদের পেটের ক্ষুধা মেটাতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে বইমেলার প্রচলন করতে হবে। আজ যদি আমরা বইয়ের প্রসার ঘটাতে পারতাম তাহলে আমাদের রাজনৈতিক দুরবস্থা সৃষ্টি হত না।

সাযযাদ কাদির বলেন, পাঠকের সামনে বই প্রদর্শনের জন্য সারাবছর স্থায়ী বইমেলার প্রচলন করতে পারে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।

সমর চন্দ্র পাল বলেন, আমরা বই পড়ি পেটের তাগিদে। মনের আনন্দে কিংবা জ্ঞানের জন্য আমরা বই পড়ি না।